যুগান্তর

JUL 03 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের করেছে : ১০টি প্রকল্পের বিপরীতে ৫০ মেট্রিক টন চাল আত্মসাতের দায়ে এ মামলা করা হয়েছে। আত্মসাৎকৃত চালের মূল্য ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা। অভিযুক্ত ৮ কর্মকর্তাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। তারা হলেন নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবদুর রাজ্জাক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন) হাওলাদার আলমগীর হাদী, সেকশন অফিসার (প্রশাসন) মোঃ আরিফ নেওয়াজ, সেকশন অফিসার (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগ) শেখ শাহাদাৎ হোসেন স্বাধীন, পরিবহন কর্মকর্তা মোঃ শাহ নওরোজ, হিসাবরক্ষক (অর্থ ও হিসাব বিভাগ) শ্যামল কান্তি সমাদ্দার, সহকারী হিসাবরক্ষক (অর্থ ও হিসাব বিভাগ) শেখ মুজিবর রহমান ও সেকশন অফিসার এস এম গোলাম হায়দার।

মামলার বিবরণে জানা যায়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো ঢাকার পরিদর্শক (টাস্কফোর্স-৪) মোঃ জাহিদ হোসেন গত ৩০ জুন বটিয়াঘাটা থানায় এ ৪টি মামলা দায়ের করেন। এর মধ্যে ১৭/৬২ নম্বর মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বিশেষ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি প্রকল্পে ১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্প ২টি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে মাটি ভরাটের কাজ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এই চাল বরাদ্দ করা হয়, যার মূল্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

১৮/৬৩ নম্বর মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, একই কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশে মাটি ভরাটের ২টি প্রকল্পে ১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়। যার মূল্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

১৯/৬৪ নম্বর মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, একই কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-২-এর পূর্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের ৩টি প্রকল্পে মাটি ভরাটের জন্য ১৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়। যার মূল্য ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫শ' টাকা।

২০/৬৫ নম্বর মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, একই কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল সংলগ্ন প্রাচীরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের মাটি ভরাট এবং লেক বর্ধিতকরণ ৩টি প্রকল্পের জন্য ১৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়। যার মূল্য ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫শ' টাকা।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ওই কর্মকর্তা অনুসন্ধানকালে প্রকল্প ১০টির বাস্তবতা যাচাইকালে জানতে পারেন ওই ৮ কর্মকর্তা প্রকল্পের কোন কাজ না করে পরস্পর যোগসাজশে খাদ্য গুদাম থেকে চাল উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। তাদের বিরুদ্ধে ৪০৯/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নম্বর আইনের ৫(২) ধারায় মামলা ৪টি দায়ের করা হয়েছে।